নস্ট্যালজিক

কবে যেন সারারাত কেটেছিলো
ক্যানেলের লকগেট জলের শব্দের নেশা
চেতনায় মেখে
তারপর সারাদিন শালবনি বাতাসের
ঝিলিমিলি সুখটুকু এক চুমুকেই
শুষে নিয়ে কখন যে ঘুমিয়েছি কঙ্কর শয্যায়
মনে নেই
মনে নেই কখন যে আঠারো আঠাশ হলো
কখন যে আটতিরিশ আটচল্লিশ হয়ে এলো
অনিবার্যভাবে
কখন যে ঊষালগ্ন শুকতারা
সূর্যাস্তের সন্ধ্যাতারা হয়ে গিয়ে
ডাক দেয় দিগন্তের ওপার দেশের —
সবুজ চর্মের নীচে রক্তের গভীরে
যে সব স্বপ্নের খেয়া বন্ধ হয়ে গেছে
দিনদুপুর রাতদুপুর বেলা হল বলে মাঝি
ঘরে গেছে বৈঠা তুলে নিয়ে —
সেই ঘাটে বসে বসে স্লুইসগেটের সেই
জলের অক্লান্ত শব্দ খুঁজি
শালবনি মধুবাতা আঁকড়ে ধরতে চাই ডুবন্ত প্রাণীর মত তীক্ষ্ণ আর্তনাদে।
চৈত্রের ক্যানেলে আজ জল নেই
পাতা আছে ফুটিফাটা লাল আস্তরণ
শালবনে লূ-হাওয়ায় বৃন্তচ্যুত শুকনো ফল
দিশাহারা ওড়ে।

দেবী মুখোপাধ্যায়

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com